বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

"অতএব আপনি আপনার রবের প্রতি প্রশংসা জ্ঞাপন করুন এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যান।"

(আল-কুরআন, সূরা হিজর, আয়াত ঃ ৯৮)

কেন শিয়ারা *তুরবাহ্*-তে সিজদাহ্ করে?

শিয়া মুসলমানগণ *'তুরবাহ্'* নামক, ছোট এক খণ্ড মাটির ওপর সিজদাহ্ করা পছন্দ করে, যা সাধারণত ইরাকের কারবালা প্রান্তরের মাটি দিয়ে তৈরী করা হয়ে থাকে।

কারবালার মাটিতে সিজদাহ্ করা ব্যধ্যতামূলক কেন?

না, এটি বাধ্যতামূলক না! কিন্তু শিয়ারা কারবালার মাটিতে সিজদাহ্ করাকে অগ্রাধিকার দেয় এ জন্য যে, রাসূল (সা.) ও তাঁর বংশধরদের (আহলে বাইত) ইমামগণ একে গুরুত্ব দিয়েছেন। ইমাম হুসাইন (আ.)-এর শাহাদাতের পর তাঁর পুত্র ইমাম জয়নুল আবেদীন (আ.) কিছু মাটি সেখান থেকে তুলে নিয়ে তা পবিত্র বলে ঘোষণা করেন এবং তিনি তা ব্যাগ-এ ভরে রাখেন। ইমামগণ সাধারণত তাতে সিজদাহ্ করতেন এবং তা থেকে একটি তসবীহ্ তৈরী করেন আল্লাহ্র প্রশংসা করার জন্যে।
[**ইবনে শাহ্র আশুব**, আল-মানাকিব, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫১]

তারা শিয়াদের উৎসাহিতও করতেন তাতে সিজদাহ্ করতে, তবে তা কোন বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে নয়, বরং অধিকতর কল্যাণ লাভের জন্যে। ইমামগণ (আ.) উৎসাহিত করতেন যে, আল্লাহর সামনে সিজদাহ করতে হবে কেবলমাত্র পরিষ্কার মাটিতে এবং এটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য যদি তা হয় কারবালার মাটি ।
[**আল-তুসী**, মিস্বাহ্ আল-মুতাহাজ্জাদ, পৃষ্ঠা-৫১১]
[**আল-সাদুক**, মান লা ইয়াহ্দুরুহুল ফক্বিহ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭৪]

শিয়া মুসলমানগণ দীর্ঘদিন এ মাটি তাদের সাথে রেখেছেন। পরবর্তীতে, এটির অসম্মনের আশঙ্কায় কাদা করে ছোট ছোট খন্ডে রুপান্তরিত করা হয় যা বর্তমানে 'মোহর' বা *'তুরবাহ্'* বলে পরিচিত। নামাজের সময় আমরা এর ওপর সিজদাহ্ করি বাধ্যতামূলক কাজ হিসেবে নয় বরং এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে। এ ছাড়া যখন আমাদের কাছে বিশুদ্ধ মাটি থাকে না, তখন আমরা পরিষ্কার মাটিতে বা মাটি থেকে উৎপন্ন বস্তুর ওপর সিজদাহ্ করি।

এটি অত্যন্ত দুঃখজনক যে, কিছু লোক অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে বলে যে, শিয়ারা পাথরের উপাসনা করে বা হুসাইন (আ.)-কে উপাসনা করে। বরং সত্য হলো যে, আমরা *'তুরবা'-তে* সিজদাহ্ করি একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে, তুরবাহ্র *উদ্দেশ্যে* নয়। একইভাবে, আমরা কখনও ইমাম হুসাইন (আ.), ইমাম আলী (আ.) অথবা রাসূল (সা.) এরও ইবাদত করি না। আমরা একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করি, এবং আল্লাহ্র নির্দেশেই আমরা পবিত্র মাটিতে সিজদাহ্ করি।

পরিশেষে ঃ

এ কারণেই শিয়া মুসলমানগণ ছোট মাটির খণ্ড সাথে রাখে যা সাধারণত কারবালার মাটি দিয়ে তৈরী। এরই মাধ্যেমে তারা বিশেষভাবে নির্দেশিত বস্তুর ওপর সিজদাহ্ করতে এবং রাসূল (সা.)-এর *সুন্নাহ*-ও অনুসরণ করতে সক্ষম হয়।

ইসলাম সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ তথ্য বিস্তারিত জানতে হলে নীচের ওয়েব-সাইটটি দেখুন ঃ
http://al-islam.org/faq/

শিয়া জাফরী *ফিকাহ্* অনুযায়ী (ইসলামের পাঁচটি প্রধান চিন্তাধারার একটি) - সিজদাহ্ অবশ্যই হতে হবে বিশুদ্ধ মাটি বা মাটি হতে উৎপন্ন বস্তুর ওপর, তবে শর্ত এই যে, তা কোন খাদ্য বা পরিধেয় কিছু হবে না। এর মধ্যে রয়েছে ধূলো, পাথর, বালি এবং ঘাস - তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে তা কোন খনিজ দ্রব্য হবে না। কাগজের ওপর সিজদাহ্ অনুমোদিত কেননা তা মাটিতে উৎপন্ন বস্তু হতে প্রস্তুত, কিন্তু কাপড় বা কার্পেট নয়।

সুন্নী ফিকাহ্র সকল শাখার ফকীহ্গণই মাটি বা মাটি হতে উৎপন্ন বস্তুর ওপর সিজদাহ্ করার বৈধতার ব্যাপারে একমত।

রাসূল (সা.) ও তার সাহাবীগণ কি কখনও এরূপ করেছেন?

মাটিতে ইবাদত করা নিশ্চয়ই রাসূল (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের রীতি ছিল।

- আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেন ঃ আমি আল্লাহ্র রাসূল (সা.)-কে কাদা-মাটিতে সিজদাহ্ করতে দেখেছি এবং তাঁর কপালে কাদা-মাটির চিহ্নও দেখেছি।
  [আল-বুখারী, **সহীহ্** (ইংরেজী অনুবাদ), খণ্ড-১, অধ্যায়-১২, নং-৭৯৮, খণ্ড-৩, অধ্যায়-৩৩, নং-২৪৪]
- আনাস বিন মালিক বর্ণনা করেন ঃ আমরা রাসূল (সা.)-এর সাথে তীব্র উত্তাপেও নামাজ পড়তাম এবং যদি কেউ (উত্তাপের কারণে) মাটিতে সিজদাহ্ করতে না পারতো, তাহলে তার কাপড় সেখানে বিছিয়ে দিত এবং তাতে সিজদাহ্ করতো।
  [আল-বুখারী, **সহীহ্** (ইংরেজী অনুবাদ), খণ্ড -২, অধ্যায়-২২, নং-২৯৯]

এ হাদীস অনুযায়ী রাসূল (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণ কেবল বিশেষ ক্ষেত্রে কাপড়ের ওপর সিজদাহ্ করতেন।

রাসূল (সা.) **'খুমরা'** ব্যবহার করতেন যাতে তিনি সিজদাহ্র সময় কপাল রাখতেন।

- মায়মুনা বর্ণনা করেন ঃ আল্লাহ্র রাসূল (সা.) সাধারণতঃ **'খুমরা'** ব্যবহার করতেন।
  [আল-বুখারী, **সহীহ্** (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড -১, অধ্যায়-৮, নং-৩৭৮]
- বিখ্যাত সুন্নী গবেষক আল-শাওকানীর মতে, রাসূল (সা.)-এর দশ জনেরও বেশী সংখ্যক সাহাবী 'খুমরাতে' সিজদা প্রদানের ব্যাপারে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এবং তিনি হাদীসের সব সুন্নী উৎসের তালিকা প্রণয়ন করেছেন যাতে **সহীহ মুসলিম, সহীহ তিরমিজী, সুনান আবু দাউদ, সুনান আল-নাসাঈ** এবং আরও অনেকগুলো উৎসের উল্লেখ রয়েছে।
  [আল-শাওকানী, **নাইল আল-আওতার**, খুমরা অধ্যায়, খণ্ড -২, পৃষ্ঠা-১২৮]

তবে খুমরা কি?

- একটি পাটি বা ম্যাট্ যা সিজদাহ্ করার সময় মুখ ও হাত রাখার জন্য যথেষ্ট।
  [**আল-বুখারী**, সহীস (ইংরেজী অনুবাদ), খণ্ড -১, অধ্যায়-৮, নং-৩৭৬ (অনুবাদকের ব্যাখ্যা অংশ)]

অপর একজন বিখ্যাত সুন্নী গবেষক ইবনে আল-আসীর তার 'জামি'আল-উসুল' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

- 'খুমরা' হলো বর্তমানে শিয়ারা সিজদার সময় যে জিনিস ব্যবাহার করে তা।
  [**ইবনে আল-আসীর**, জামি'আল-উসুল, (কায়রো, ১৯৬৯), খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৬৭]
- 'খুমরা' হলো একটি ছোট পাটি বা ম্যাট্ যা খেজুরের পাতা অথবা অন্য কোন বস্তু দিয়ে তৈরী . . . এবং এটি শিয়ারা সিজদার সময় যা ব্যবহার করে তার অনুরূপ।
  [**জালখিস আল-সিহাহ**, পৃষ্ঠা-৮১]

কিন্তু কারবালার মাটি কেন?

কারবালার মাটির বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারটি সুপরিচিত এবং এটি রাসূল (সা.) এর সময় হতেই বিশেষ মনোযোগের বিষয় ছিল; এমনকি এর পরবর্তী সময়কালেও ঃ

- উম্মে সালামা বলেন ঃ আমি হুসাইন (আ.)-কে তাঁর নানা রাসূল (সা.)-এর কোলে বসে থাকতে দেখলাম, এ সময় তাঁর হাতে এক খন্ড লাল রং-এর মাটি ছিল। রাসূল (সা.) সেই মাটিতে চুমু দিচ্ছিলেন এবং কাঁদছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম - এটি কিসের মাটি? রাসূল (সা.) বললেন ঃ "জিব্রাইল আমাকে অবহিত করেছেন যে আমার সন্তান, এই হুসাইনকে, ইরাকে শহীদ করা হবে। তিনি ঐ স্থান থেকে এ মাটি আমার জন্য এনেছেন। আমি কাঁদছি এ জন্য যে, আমার হুসাইনের ওপর কি কষ্টই না আপতিত হবে। এরপর রাসূল (সা.) ঐ মাটি উম্মে সালামার নিকট দিয়ে তাকে বললেন ঃ "যখন তুমি এ মাটি রক্তে রুপান্তরিত হতে দেখবে তখন তুমি জানবে আমার হুসাইনকে শহীদ করা হয়েছে।" উম্মে সালামা ঐ মাটি বোতলে ভরে রাখেন এবং লক্ষ্য করতে থাকেন এবং আশুরার দিন ১০ই মহররম ৬১ হিজরীতে ঐ মাটি রক্তে রুপান্তরিত হয়। এরপর তিনি জানলেন যে, হুসাইন ইবনে আলী (আ.) শাহাদাত বরণ করেছেন।
  [**আল-হাকিম, আল-মুসতাদারক**, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৯৮]
  [**ইবনে কাসীর**, আল-বিদায়াহ ওয়াল-নিহায়াহ, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৩০]
  [**আল-সুয়ুতী, খাসায়িস আল-কুবরা**, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৫০, **জামী আল-জাওয়ামী**, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৬]
  [**ইবনে হাজার আসকালানী**, তাহযীব আল-তাহযীব, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৪৬]

- আলী ইবনে আবি তালিব (আ.) সিফ্ফিনের যুদ্ধ হতে ফেরার পথে কারবালা অতিক্রম করছিলেন। তিনি সেখান থেকে এক মুষ্টি মাটি নিলেন এবং ভারাক্রান্ত হয়ে বললেন ঃ আহ্ ! আহ্ ! এ স্থানে কিছু লোককে হত্যা করা হবে - আর তারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে!
  [**ইবনে হাজার আসকালানী**, তাহযীব আল-তাহযীব, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৪৮]